Vol. 30 | No. 3 | 1987

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা শব্দভাণ্ডার : দেশী উপাদান

Volume	30
Issue	3
Year	1987
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মনোয়ারা হোসেন
Published online	June 1, 1987
DOI	10.62328/sp.v30i3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v30i3.3
Pages	69-80
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা শব্দভাণ্ডার : দেশী

Check for updates

মনোয়ারা হোসেন

বাংলা ভাষার ইতিহাসে 'অনার্য' এবং 'বৈদেশিক' প্রভাবের কথা প্রচলিত আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে 'অনার্য প্রভাব' নামকরণের যৌক্তিকতা পর্যালোচনা করে একে দেশী প্রভাব বলা হয়েছে। আর্যভাষা প্রচলনের পূর্বে বাংলাদেশে বসবাসরত অনার্যদের ভাষাকে "দেশী" ভাষা বলে চিহ্নিত করা উচিত বলে আমাদের ধারণা।

আর্য আগমনের পূর্বে বাংলাদেশে যে অনার্য বসতি ছিল তা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনার্য জাতির বসবাস দেখে অনুমান করা যায়। বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের অনার্যভাষার আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলার গ্রাম আর পল্লীর নাম থেকে, যেমন কনামৌচিকা > কানাযুড়ি ইত্যাদি। এ ছাড়া সংস্কৃত ও প্রাকৃতে গৃহীত চঙ্গ, পোট্ট, লডডুক, তিন্তিড়ি প্রভৃতি শব্দের গঠন দেখলে বোঝা যায় যে এগুলি কোনক্রমেই আর্য শব্দ নয়।

আর্যভাষীরা যখন ভারতবর্ষে এসে অভিনিবিষ্ট হন তখন দ্রাবিড় ভাষা এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত; তবে তদানিন্তন বঙ্গদেশে যে অনার্য জাতির বসবাস ছিল তারা দ্রাবিড় ছিলেন কিনা সন্দেহ। সমস্ত বঙ্গদেশে তখন কোলদের (অস্ট্রিক) সমজাতীয় অনার্য জাতি বাস করত বলে ধারণা করা হয়। ভোটচীনীয় গোষ্ঠীর ভাষা আরও দক্ষিণে প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশে প্রচলিত কোল বা মুড়া, সাঁওতাল, কুরকু প্রভৃতি অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত; বর্মী, তিব্বতী, গারো প্রভৃতি ভোট চীন ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

পরলোকগত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের ইংরেজী ভাষায় লিখিত বাংলা ভাষার ইতিহাস গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর মত

গ্রহণ করে সংস্কৃত ভাষায় মূর্ধন্য বর্ণের উপস্থিতি অথবা শব্দের আদিতে যুক্তাক্ষরের অনুপস্থিতি দ্রাবিড় প্রভাবের ফল বলে উল্লেখ করেছেন। উপরন্তু বিজয়চন্দ্রের মতে বাংলা বহুবচনের বিভক্তিগুলা এবং 'গ্না' যথাক্রমে দ্রাবিড়ীয় 'গল' এবং 'অর' থেকে এসেছে।

ডক্টর সুকুমার সেন 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে মূর্ধন্য-বর্ণ বা 'গুলা' 'গুলি' বিভক্তি যে দ্রাবিড় প্রভাবের ফল তা সমর্থন করেননি। তাঁর মতে,

১ ভারতবর্ষে আসবার আগেই 'ষ' ধ্বনির উদ্ভব হয়েছে। দ্রাবিড়ীয় প্রভাব ছাড়াও অন্যত্র (যেমন সুইডিস) দন্ত্য ধ্বনি থেকে মূর্ধন্য ধ্বনি উৎপন্ন হয়েছে।

২ বাঙ্গলা গুলা, গুলি বিভক্তি পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর আগে উদ্ভূত হয়নি। বাংলা ভাষার উদ্ভবের অনেকাল আগেই দ্রাবিড়ীয় ভাষার সঙ্গে বাংলা আর্যভাষার যোগাযোগ লুপ্ত হয়েছিল। সুতরাং পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে নুতন করে দ্রাবিড়ীয় প্রভাব আগমন কল্পনা অনুচিত। তাছাড়া বাংলা বিভক্তিটি সংস্কৃত 'কুল' (সমূহ অর্থে) হতে করলে কোন দোষ হয়না।

বাংলা বিভক্তি এবং মূর্ধন্য বর্ণের ক্ষেত্রে দ্রাবিড় প্রভাব অস্বীকার করলেও ডক্টর সুকুমার সেন প্রাকৃত ভাষায় সমাপিকা ক্রিয়াপদের স্থানে নামপদের (নিষ্ঠান্ত ও শত্রন্ত) ব্যবহার দ্রাবিড় ভাষার প্রভাবের অপরোক্ষ ফল বলে মনে করেন। উপরন্তু তাঁর মতে খ্রীস্ট পূর্ব তিন চার শতাব্দীর মধ্যে কিছু দ্রাবিড়ীয় শব্দ সংস্কৃতে এসেছে।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পূর্ববঙ্গের 'ঘ' 'ধ' 'ভ' 'ড়' (ঢ়) বর্ণগুলির 'গ' 'দ' 'ব' রূপে বা চ বর্গের দন্ত্য তালব্য ঘৃষ্ট উচ্চারণ তিব্বতী বর্মী ভাষার প্রভাবের ফল বলে মনে করেন। তিনি বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব অস্বীকার করেছেন, তাঁর মতে মূর্ধন্য উচ্চারণ কোল ভাষাতেও দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু বাংলা ভাষায় যে মহাপ্রাণ উচ্চারণ আছে তা দ্রাবিড় ভাষায় নেই অথচ 'কোল' ভাষায় আছে এবং দ্রাবিড় ভাষায় কোন শব্দের আদিতে মূর্ধন্য বর্ণ না হলেও কোল ভাষাতে হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ বাংলা 'গুলা' সংস্কৃত 'কুল' থেকে আগত এবং বহু বচনের 'রা' বিভক্তির অন্য ইতিহাস আছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে এদের সাথে দ্রাবিড়ীয় বিভক্তিগুলির কোন সম্পর্ক নেই, কারণ—

তামিল 'গল' < আসামী 'বিলাক' < গারো 'পিলাক'। আবার কর্ম-কারকের 'কে' বিভক্তি এসেছে সংস্কৃত থেকে—সং কৃত > কঅ > ক। তামিলের 'কু' বিভক্তি সাদৃশ্য আকস্মিক। তৃতীয়তঃ দ্রাবিড় ভাষায় গৃহীত শব্দগুলি দ্রাবিড় ভাষা থেকে আর্য ভাষার ঋণ না বলে আর্য ভাষা হতে দ্রাবিড় ভাষায় ঋণ বলাই সংগত। তবে বাংলায় সেন রাজবংশ কর্ণাট দেশীয় ছিলেন বলে কানাড়ী ভাষা থেকে কিছু 'শব্দ' আসা সম্ভব। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাসমূহে সামান্য হলেও বাংলার মত স্বর সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। তিনি গ্রীয়ারসনের সাথে একমত হয়ে মনে করেন যে এ-ক্ষেত্রে দ্রাবিড় ভাষাসমূহ মুণ্ডা ভাষাগোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে।

ডক্টর সুনীতিকুমার, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর শহীদুল্লাহ প্রমুখ ভাষা-তত্ত্ববিদ বাংলা ভাষায় মুণ্ডা অস্ট্রিক প্রভাব সম্পর্কে একমত পোষণ করেন। ডক্টর সুনীতিকুমারের মতে বাংলায় এমন কতকগুলি বাক্য বা পদ সাধন রীতি পাওয়া যায় যা আর্য ভাষায় অর্থাৎ বৈদিকে বা সংস্কৃতে অথবা সংস্কৃতের স্বগোত্রীয় ভারতের বাইরে অন্য আর্য ভাষায় পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি অনুকার শব্দ ও সহ-কারী ক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন। বাংলার জল-টল, ঘোড়া-টোড়া প্রভৃতিতে মূল শব্দটির প্রথম অক্ষরের ব্যঞ্জন ধ্বনির স্থলে ট-কার বা অন্য ব্যঞ্জন ধ্বনি বসিয়ে ইত্যাদি অর্থে মূল শব্দের সাথে সংযোগ করে যে পদ-সাধন রীতি, তা সংস্কৃতে বা ভারতের বাইরের আর্য-ভাষায় বিরল। সহকারী ক্রিয়াও সংস্কৃতে অজ্ঞাত যেমন 'সদ্' ধাতু অর্থে 'বসা'; নি+সদ=বসিয়া পড়া। 'বসা', ও 'পড়া' উভয় ধাতুর প্রতিরূপ মিলিয়ে সৃষ্ট 'বসিয়া-পড়া'র মত সহকারী ক্রিয়ার রেওয়াজ বাংলা ভাষায় আছে। এ রকম স্থানে সহকারী ক্রিয়ার যোগে মূল ক্রিয়ার অর্থের পরিবর্তন বা প্রসার অথবা সঙ্কোচ ঘটে। এ ধরনের রীতিতে 'কোলের'ও প্রভাব আছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে স্বরসংগতির ক্ষেত্রে বাংলা ও সাঁওতালী ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য আছে। এই স্বরসংগতি দূরবর্তী কুরকু ভাষায় দেখা যায় এবং কোল ভাষার (মুণ্ডা) সকল প্রাদেশিক রূপেও এর অস্তিত্ব আছে। উপরন্তু স্বরধ্বনির পরিমাণের দিক দিয়েও উভয় ভাষায় আশ্চর্যজনক সাদৃশ্যকেও তিনি তুলে ধরেছেন।

ডক্টর সুকুমার সেন বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারের অধিকাংশ দেশী শব্দ অস্ট্রিক ভাষা থেকে নেওয়া বলে মনে করেন, যেমন ঝিঙ্গা, চিঙ্গড়ি, ঢেকি, খুকু ইত্যাদি। বাংলায় গৃহীত অনেক সংস্কৃত শব্দও অস্ট্রিক থেকে আগত যেমন নারিকেল, কদলী, গুবাক, অলাবু ইত্যাদি। ফরাসী অধ্যাপক প্চুলুসকি (Przyluski) মনে করেন যে কোল বা মুণ্ডা জাতির সাথে আর্যজাতির সংস্রব প্রাচীন কালে সংঘটিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ ময়ূর, তাম্বুল, অলাবু প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে যা বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত। এই শব্দগুলি বাংলাতেও গৃহীত। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষায় কোল, মুণ্ডা তথা অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব প্রমাণ করার জন্যে উক্ত ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও পদক্রমের পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বাংলা ভাষার সাথে এ ভাষার বিভিন্ন সাদৃশ্য তুলে ধরেছেন। বাংলা ভাষায় প্রচলিত কোল/মুণ্ডা তথা অস্ট্রিক ভাষার অনুরূপ বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরা হলো :

ধ্বনিতত্ত্ব :

১ দ্বিস্বরধ্বনির সংখ্যাধিক্য
২ স্বরধ্বনির আনুনাসিকতা
৩ স্বরসঙ্গতির অস্তিত্ব
৪ শব্দের শুরুতে যুক্তব্যঞ্জন / অন্তঃস্থ য় / অন্তঃস্থ র/ণ, ড়, ঢ়/র অনুপস্থিতি।
৫ তিনটি উষ্মধ্বনির শ-কার উচ্চারণ
৬ মহাপ্রাণ ঘোষ অঘোষ ধ্বনির ব্যবহার
৭ স্বরধ্বনির পরিমাণ

রূপতত্ত্ব :

১ উভয় লিঙ্গ বাচক শব্দের পূর্বে পুরুষ বা স্ত্রীবাচক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে লিঙ্গ নির্দেশ করা হয়।
২ খাঁটি বাংলা শব্দে বিশেষ্যের বচন, লিঙ্গ, কারকের সাথে বিশেষণের অন্বয় হয়না।
৩ মূল বিভক্তির সাথে কারক বিভক্তির সংযোজন হয়। কারক বিভক্তিতে সাদৃশ্য/কারক বিভক্তি বা অনুসর্গ ব্যবহারে সাদৃশ্য আছে।

৪ কর্তার পুরুষ সর্বনামঘটিত অনুসর্গের মাধ্যমে নির্দেশিত হয়।

৫ বিশেষ্য ও সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে নির্দেশক 'টা' 'টি'র ব্যবহার।

৬ বিশেষণ বুঝাতে সম্বন্ধের প্রয়োগ।

পদক্রম :

১ শব্দের প্রচলিত ক্রমে সাদৃশ্য।

২ বাংলায় পরোক্ষ উক্তির দ্বারা ব্যবহার।

৩ শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ।

৪ ক্রিয়ারূপের বিশেষণ রূপে ব্যবহার।

শব্দ-সম্ভার প্রসঙ্গে সেই সব শব্দের আলোচনা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়েছে যা সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারে পাওয়া যায়। অধ্যাপক 'প্‌চলসকির' দেখিয়েছেন যে বাংলা 'কুড়ি' শব্দটি মুণ্ডা ভাষা হতে এসেছে। বস্তুতঃপক্ষে সাাধারণ লোকে 'কুড়ি' হিসাবেই সংখ্যা গণনা করে থাকে।

আর্যভাষা থেকে অনার্য ভাষায় যেমন প্রচুর আর্য শব্দ এসেছে তেমনি অনার্যভাষার বহু শব্দ আর্যভাষায় ঢুকে পড়েছে, এইসব অনার্য শব্দই আর্যভাষার দেশী উপাদান। বহু দেশী শব্দ সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে গৃহীত হয়ে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে। এদের সরাসরি দেশী শব্দ বলা যায় না। তবে ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে এ সব শব্দকে বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের দেশী প্রভাবিত উপাদান বলা যায়।

বাংলা ভাষায় দেশী উপাদান এবং দেশী প্রভাবিত উপাদান এসেছে কতকগুলি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে—দেশী ভাষার বহু শব্দ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় গৃহীত হয়েছে এবং ধ্বনি পরিবর্তন সূত্রে বাংলা ভাষায় বিবর্তিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ সং ঠক্কুর/কুলত্থ/প্রাকৃত খুড্ড শব্দগুলির উল্লেখ করা যায় যা বাংলায় যথাক্রমে ঠাকুর/কুলথ/খুড়—খুড়া রূপ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য যে এ ধরনের শব্দের উৎস নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। 'ঠাকুর' শব্দটি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদ শব্দটিকে ইরানীয়/সংস্কৃত আগত তুর্কী শব্দ বলেছেন, সম্ভবতঃ শব্দটি একটি উপজাতির নাম। কিন্তু উষট্‌-এর মতে

এটি অনার্য (Sakuana) শব্দ থেকে কৃতঋণ শব্দ। আর. এল. টারনার এতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এ ধরনের বহু দেশী শব্দ সংস্কৃত/প্রাকৃতের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়ে বাংলা শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে, যেমন—

বাঙ শব্দ	সংস্কৃতশব্দ	উৎস
কবড়ী	কপর্দ/কপর্দক	দ্রাবিড় : Bsoasxii/T. Burrow
কাপুর	কর্পূর	অস্ট্রো এশিয়াটিক থেকে কৃতঋণ শব্দ
কুড়িআ	কুটী/কুটিকা	দ্রাবিড় I. A. L/R.L. Turner
কুড়ারি	কুঠার	দ্রাবিড় ঐ
কোড়ি	কোটি	অস্ট্রো এশিয়াটিক উৎস : ঐ
চাংগেড়া	চংগেরী	অনার্য :
চিখিল	চিখল্ল	শব্দটি মুণ্ডা থেকে দ্রাবিড়ে কৃত-ঋণ শব্দ : দ্রাবিড় থেকে সংস্কৃতে কৃতঋণ শব্দ অর্থাৎ মুণ্ডা > দ্রাবিড় > সংস্কৃত
তাবোঁলা	তাম্বোল	তাম্বোল শব্দটি অস্ট্রোএশিয়াটিক থেকে কৃতঋণ শব্দ।
পড়হ	পটাই	মুণ্ড থেকে গৃহীত : PMWS/Kuiper কিন্তু দ্রাবিড় থেকে গৃহীত : BSOAS/ T. Burrow.

সংস্কৃত/প্রাকৃতের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়ে যে শুধুমাত্র শব্দ বাংলায় এসেছে তা নয়, অনেক সং/প্রাকৃত শব্দ বাংলায় অবিকৃত ভাবে গৃহীত হয়েছে যার উৎস মূলতঃ এদেশে বসবাস রত বিভিন্ন অনার্যের ভাষা বা দেশী ভাষা। ‘তুলসী’ এবং ‘পটিশ’ শব্দ দুটি বাংলায় আগত সংস্কৃত

শব্দ যার উৎস যথাক্রমে দেশী 'তুলসী', ও 'পটিশ' এ ধরনের বহু শব্দ বাংলায় এসেছে।

সংস্কৃত/প্রাকৃত পদ	উৎস
সং কুঠার	দ্রাবিড়
সং ডাল	মুণ্ডা উৎস PMWS/Kuiper :
সং ডোম্ব	মুণ্ডার 'drum' শব্দের জন্য ব্যবহৃত শব্দের সাথে সংযোগ আছে। PMWS/Kuiper.
সং তণ্ডুল	দ্রাবিড়/BSOS : অস্ট্রো এশিয়াটিক/ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রা নেউর	শব্দটি কেউর শব্দ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বলে বলে মনে করা হয় ; I.A.L অথবা অনার্য উৎস যেমন সাঁওতালী লিপুর—F.B. Kuiper

উল্লেখ্য যে শব্দগুলি যে শুধুমাত্র সংস্কৃত প্রাকৃত থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলায় এসেছে তা নয়, পরস্পর সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাতেও শব্দগুলি গৃহীত হয়েছে, তবে কিছুটা ভিন্ন রূপে যেমন,

১ মূল শব্দ—পোট্টল

পাঞ্জাবী—পোটলি
বাংলা—পোটলা
ওড়িয়া—পোটলা/পোটলি
হিন্দী—পোটলা/পোটলী
গুজরাটী—পোট্‌ল/পোট্‌লী/পোট্‌লু
মারাঠী—পোটলা/পোটলী

২ মূল শব্দ—ঘট্ট
সিন্ধি—ঘটু
নেপালী/বাংলা—ঘাট
পাঞ্জাবী—ঘাট/ঘাট্টা

অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে দেশী শব্দ পরস্পর সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় এসেছে এবং প্রাদেশিক ভাষা থেকে শব্দগুলি বাংলায় এসেছে, যেমন হিন্দী ভেট বা 'পাটী' শব্দ দুটি দেশী থেকে এসেছে। এই শব্দ দুটি হিন্দী থেকে বাংলায় এসেছে, দেশী থেকে আসেনি।

দেশী ভাষার অনেক শব্দ সংস্কৃত/প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে দেশী ভাষায় এসেছে এবং দেশী ভাষা থেকে এসেছে বাংলায়। এ ধরনের শব্দের উদাহরণ :

সংস্কৃত/প্রাকৃত	দেশী	বাংলা
বলীবর্দ/ প্রা বলীঅদ্দ	বলদ্দ	বলদ
সেচনী	সেঅনী	সিয়নী
কাহারক	কাহার	কাহার
গুবাব	গোয়া-গুয়া	গুয়া
ঘন্টাকর্ণ/ অপ ঘাঁটিকল	ঘাটুকাল	ঘাটু কাল
বত্মন/ প্রা বট্টা	বাট	বাটা
লগ্ন	লাগ	লাগ
জাতপত্রিকা	জায়তি	জায়তি
প্রা টোপ্পর	টোপর	টোপর
দ্রব্য	দিব্য	দিব্য
বিবাহ	বিভা	বিভা

সম্ভবতঃ 'বলীবর্দ্দ' শব্দটি যুক্ত শব্দ। সংবলিন শব্দের সাথে অনার্য ভাষায় 'ষাড়' শব্দের জন্য ব্যবহৃত শব্দ যুক্ত হয়ে সংস্কৃতে হয়েছে বলীবর্দ্দ। উপরোক্ত শব্দগুলি সং থেকে দেশী ভাষায় এসেছে এবং দেশী ভাষা থেকে অবিকৃত ভাবে বাংলায় এসেছে; তবে প্রথম দুটি শব্দ 'বলদ্দ' এবং 'সেঅনী' কিছুটা পরিবর্তিত রূপে বাংলায় গৃহীত হয়েছে।

দেশী ভাষার বহু শব্দ সরাসরি বাংলা ভাষায় এসেছে, যেমন—সিউলী/গণ্ডা/চাউল/খুরি/দোলা ইত্যাদি। অনেক দেশী শব্দে বিকৃত সংস্কৃত/প্রাকৃত শব্দের মত পরিবর্তিতভাবে বাংলাভাষায় এসেছে এবং বাংলা শব্দের সাথে মিশে গিয়েছে, যেমন :

দেশী	বাংলা
কোচ	কোচড়া
খান্দার	খান্তার
খন্ন	খানা
খারই	খালই
হরপ্প	হড়পী
ভাঁটুই	ভাঁটি
চাউল	চাল/চালু
টুপড়ী	চুপড়ী/চুবড়ি

সংস্কৃত/প্রাকৃত থেকে বাংলায় বিবর্তিত দেশী প্রভাবিত শব্দে এবং বাংলা ভাষায় সরাসরি আগত দেশী শব্দের সাথে প্রত্যয় যুক্ত করে নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে। মূলতঃ বিভিন্ন শব্দই যে শুধুমাত্র বাংলা প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বাংলা শব্দে পরিণত হয়েছে তা নয়, দেশী শব্দের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়—

দেশী শব্দ	প্রত্যয়	সাধিত বাংলা শব্দ
পোঙ্গ	পোঙ্গ+আ+তি	পোঙ্গাতি
ঠক	আ	ঠকা
ঠক	আমি	ঠকামি
ঠাকুর	আলি	ঠাকুরালি

উল্লেখ করা যায় যে, দেশী 'ডলক' থেকে বাংলায় আগত 'ডালা' শব্দটির সাথে 'ই' প্রত্যয় যোগে 'ডালি' শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা সকর্মক ক্রিয়া√চষ—চাষ এসেছে দেশী শব্দ 'চাস' থেকে। এই 'চাষ' ক্রিয়াটির সাথে 'ঈ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বাংলায় 'চাষী' শব্দটি গঠিত।

যুক্ত শব্দগঠনের মাধ্যমে বাংলা শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ। এ ধরনের শব্দের মধ্যে সংস্কৃত এবং দেশী শব্দের সংযুক্তিও লক্ষণীয়। উদাহরণ স্বরূপ 'বনবাইগুন' শব্দটির উল্লেখ করা যায়। সংস্কৃত 'বন' শব্দটির সাথে সং 'বাতিগণ' থেকে দেশী ভাষায় আগত 'বাইগুন' শব্দ যুক্ত হয়ে 'বনবাইগুন' শব্দটি গঠিত। এ ছাড়া প্রাকৃতে আগত দেশী শব্দ 'ঝামিঅ' থেকে বাংলায় আগত 'ঝামা'—'ঝন' শব্দের সাথে কাঠ—কাট যুক্ত হয়ে 'ঝনকাট' শব্দটি গঠিত।

প্রসঙ্গতঃ সহকারী ক্রিয়ার উল্লেখ করা যায় যা দেশী ভাষা দ্বারা প্রভাবিত। মূল ক্রিয়ার সাথে সহকারী ক্রিয়ার যোগে মূল ক্রিয়ার অর্থের পরিবর্তন বা প্রসার বা সঙ্কোচের উদাহরণ বাংলা ভাষায় প্রচুর—

কুসুমসেজাত "বসিআ আছে (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)
পাইলে মিছির ভূমি ফিরিয়া আসিঅ তুহ্মি (ইউসুফ-জোলেখা)
বহিত্রে চড়িয়া চাল গেলা চিতাত্তর (পদ্মাবতী)
সকল সহিত "ভেস্যা গেল" নিকেতন (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)
পুনর্ব্বার "ফিরি চাহে" দেখিতে না পায় (অন্নদা মঙ্গল)

সহকারী ক্রিয়ার ব্যাপক ব্যবহার প্রমাণ করে যে দেশী উপাদান যেমন বংলা শব্দ ভাণ্ডারকে প্রভাবিত করেছে তেমনি প্রভাবিত করেছে বাংলা শব্দের প্রয়োজনকেও। সহকারী ক্রিয়া ছাড়াও বাংলা ভাষায় অনুকার শব্দের বা শব্দদ্বৈতের ব্যাপক প্রচলন দেশী প্রভাবের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অনুকার শব্দগুলির মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক শব্দের বা কোন মানসিক ভাবের প্রকাশ এত সুষ্ঠভাবে হয় যা অন্য কোন ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

দেশী ভাষার মত বিশেষ্য ও সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে টা/টির ব্যবহার বংলা ভাষায় লক্ষ্য করা যায়। উপরন্তু দেশী ভাষার মত বিভক্তি যুক্ত ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে ব্যবহার বাংলায় অপ্রচুর নয়।

প্রাচীন বাংলাতেও এ ধরনের উদাহরণ আছে—বুড়িলী/গেলী/বিটাল/মাতেল/ভোলা/ইত্যাদি : মধ্য বাংলাতেও এর উদাহরণ কম নেই—ভর/বাড়া/পাকা/হারা/ঢালা/ভাঙ্গা/ঘিরা ইত্যাদি। বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়া ছাড়াও বাংলা ভাষায় দেশী ভাষার মত পারস্পরিক গুণাবলী প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্বন্ধ কারকে ব্যবহৃত বিশেষ্য বিশেষণের চাইতে বেশী ব্যবহৃত হয় এবং এর অর্থ অনেক ব্যাপক ও স্পষ্ট। যেমন—

চন্দন-কাঠের কুড়া
দু-পণের কাচা
কনকের বাটাবাটি
বাউটী পাথরের ঝনকাট

বাংলা শব্দভাণ্ডারে দেশী শব্দের প্রভাব বা বাংলা শব্দের প্রয়োগের সাথে দেশী শব্দের প্রয়োগের সাদৃস্য আকস্মিক বা শুধুমাত্র কৃতঋণ নয়। এই প্রভাব এবং সাহায্য পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতার পরিচয় দেয়।

শব্দ সংক্ষেপ

BSOAS— Bulletin of the School of Oriental and African studies, London 1931.

BSOS— Bulletin of the School of Oriental studies, London.

IAL— A comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages.

PMWS— Proto-Munda words in Sanskrit.

সহায়ক গ্রন্থ

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার: ১৯২৯, বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা

মজুমদার, পরেশচন্দ্র: ১৯৭৭, বাঙলা ভাষা পরিক্রমা, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা—৬

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, ১৯৬৮, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্তি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সেন, সুকুমার : ১৯৫৭, ভাষার ইতিবৃত্তি, বর্ধমান।

Chatterjee, S. K., 1926, The Origin and the Development of the Bengali language, Calcutta University Press, Calcutta.

Grierson, George, A Imperial Gazetteir Vol-I